গাংনীতে প্রতিপক্ষের হামলায় নারীসহ তিনজন আহত

বাড়ির উঠানের বেড়া পড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় নারীসহ তিনজন আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার সকালে গাংনী উপজেলার মিনাপাড়া গ্রামে।

আহতরা হলেন আবু বকরের ছেলে আকতারুল(৪০) ও তার মা সোহাগী (৬০) এবং ছেলে বাহারুল(১৩)।
আহতদেরকে প্রথমে গাংনী ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন আহত আকতারুল।

জানা গেছে, আকতারুল ও তার সৎভাই মতিয়ার পাশাপাশি বাস করেন। মাঝখানে রয়েছে একটি বেড়া। হঠাৎ করে ওই বেড়াটি কাত হয়ে পড়ে গেলে মতিয়ার ও তার বাড়ির লোকজন আকতারুলের উপর সন্দেহ করে গালাগালি দেয়। এর প্রতিবাদ করায় মতিয়ারও তার ছেলে বউ মিলে আকতারুলের বাড়িতে হামলা চালায়। এতে আকতারুল তার মা সোহাগী এবং ছেলে বাহারুল আহত হয়।

স্থানীয়রা আহতদেরকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেলে ভর্তি করেন। এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন আকতারুল।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটি; সেনজির সভাপতি, বিপ্লব সম্পাদক

আকিব জাভেদ সেনজিরকে সভাপতি ও সাজেদুর রহমান বিপ্লবকে সাধারণ সম্পাদক করে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের ১৫ সদস্যের আংশিক কমিটি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার (০৭ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল এ কমিটি অনুমোদন দেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সিনিয়র সহসভাপতি আলমগীর হোসেন, সহসভাপতি তৌফিক এলাহি শাকিল, নাহিদ মাহবুব সানি, নাজমুল হক শান্ত, জুয়েল রানা, রেজওয়ানুল হক ইমন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, যুগ্ম সম্পাদক আমির হাসান হিমেল ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সাঈদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন হোসেন, রাসেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, প্রচার সম্পাদক রাব্বী হোসেন।

আগামী এক মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করে কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা ইউনিয়নে মতবিনিময় সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণের আয়োজন করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে মতবিনিময় সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসেম, মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সানোয়ার হোসেন সানু, সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের

আহবায়ক সানোয়ার হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ সহ বিভিন্ন নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ৭ টি এন্ড্রয়েড টিভি, ৭ টি সাউন্ড বক্স, ৪৮টি ফ্যান, ৬০টি ডাস্টবিন, ১০টি সাইকেল, ২৩টি সেলাই মেশিন, মোট সাড়ে আট লাখ টাকার শিক্ষাও উপকরণ সেলাই মেশিন বাদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়।

তিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩০ রোগী

মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের শাহাদৎ হোসেন শিলন। লেখপড়া শেষ করে এখন ঢাকা কাজীপাড়া এলাকার একটি ছাত্র মেসে থাকেন চাকরির আশায়। ওই মেসের বেশ কয়েকজন ডেঙ্গু আক্রান্ত হন। তারা কেউ কেউ ঢাকাতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। কেউ কেউ বাড়ি চলে গেছেন। শিলনের তিনদিন আগে হঠাৎ প্রচন্ড বেগে জ¦র আসে। তারপর সে নিজ গ্রামে চলে আসেন।

গতকাল বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। তার শরীরের প্লাটিলেট আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। স্ত্রী বদরুন্নাহার ১০ দিন আগে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিলেন। সে গত দুই দিন আগে সুস্থ হয়েছেন। তার কাছে থেকে এবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন তার স্বামী রমজান আলী। রমজান আলী বলেন, ডেঙ্গুতে আক্রান্তরা খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমার স্ত্রীর পর আমি আক্রান্ত হয়েছি। স্ত্রীর কাছ থেকেই আমার আক্রান্ত হওয়া। হাসপাতালে ভর্তি হয়েঠি। চিকিৎসক বলেছেন প্লাটিলেট কমে এখন মাত্র ৬৭ হাজার হয়েছে। চিকিৎসক বলেছেন, আমাকে এখন বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে থেকেই চিকিৎসা নিতে হবে। এভাবে প্রতিদিনই ভর্তি হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সি নারী পুরুষ ও শিশুরা।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জেলার তিনটি হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন ৩০ জন। এর মধ্যে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ১৪ জন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি

রয়েছেন ১২ জন ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছেন ৪ জন রোগী।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে কর্মরত নার্স চন্দনা জানান, প্রতিনিয়ত ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হচ্ছেন। হাসপাতালে প্রথম দিকে ১০ বেডের ওয়ার্ড এখন ১৫ বেড করা হয়েছে। তারপরেও যায়গা সংকুলান করা যাচ্ছেনা। রোগীরা সব ধরণের ওষধপত্র পাচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

প্রতিদিনই ডেঙ্গু আক্রান্ত নতুন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলেও, ডেঙ্গু সতর্কতায় নেই কোন প্রচার প্রচারণা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। স্থানীয় জনপ্রতিনিদের মধ্যেও নেই আগাম সতর্কতার জন্য পদক্ষেপ। তবে স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, রোগ নির্নয় ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে হাসপাতালগুলোতে।

আগাম প্রস্তুতি না নেয়া ও প্রচার প্রচারণা না থাকায় ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। কোরবানীর ঈদে যারা ঢাকায় গরু বিক্রি করতে গিয়েছিল তাদের মাধ্যমেই জেলা শহরগুলোতে এই ডেঙ্গু রোগ ছড়িয়েছে বলে ধালনা করছে স্বাস্থ্য বিভাগ ও সচেতন মহল।

এদিকে, মেহেরপুর জেলাতে দিন দিন ডেঙ্গু রোগী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জেলা বা উপজেলা প্রশাসন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরষদ গুলোতে তেমন কোন প্রচার প্রচারণাও দেখা যায় নি। মেহেরপুর ও গাংনী দুটি পৌর সভা থাকলেও দেখা যায়নি মশক নিধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। এখন শহর কিংবা গ্রাম সব খানেই ঝোপ ঝাড়, নর্দমা অপরিস্কার। এসব স্থান অনেকটাই মশার প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে ধরা যায়। স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ আজো কোন প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন না। তবে পৌর কর্তৃপক্ষ দাবী করেছেন তারা মশক নিধন কার্যক্রম চালাচ্ছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দায়সারাভাবে একটি র্যালী করেই ডেঙ্গু সচেতনতার দায়মুক্তি পেয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, ডেঙ্গুর স্বভাব পাল্টেছে। আগে মশা দিনে কামড়াতো। স্বচ্ছ পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়তো। এখন সবখানেই এডিশ মশার বিচরণ। ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে হঠাৎ ১০৩/১০৪ জ¦র দেখা দিবে।

ডেঙ্গু আক্রান্ত গাংনীর ষোলটাকা গ্রামের জিন্নাত আলী বলেন, শুরু হয় পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, বমি, মাথা ঘোরা, পাতলা পায়খানা, রক্ত বের হওয়া শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া। তারপর শুরু হয় ডেঙ্গুর ভয়াভহতা।

চিকিৎসকদের পরামর্শ, এই সময় জ্বর হলে শুরুতেই পরীক্ষা করিয়ে নেয়া উচিৎ। ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আবারও ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে রোগীর অবস্থা বেশি ঝুঁকিতে পরতে পারে, তাই জ্বর হলেই সতর্ক থাকতে হবে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্ববধায়ক জমির মোহাম্মদ হাসিবুর সাত্তার জানান, জেলায় প্রতিদিনই ডেঙ্গু আক্রান্ত হবার খবর মিলেছে। ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় কীট, আলাদা ওয়ার্ডসহ সব ধরণের প্রস্তুতি রয়েছে। তবে সবখানে প্রচার প্রচারণা চালানো প্রয়োজন যাতে ডেঙ্গু আক্রান্ত কেউ না হয়। সেক্ষেত্রে বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা ও নর্দমাতে নোংরা পানি বা জলাবদ্ধতা না থাকে তার ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। এ ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপ জরুরী বলেও মনে করেন তিনি।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারিনি- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ বলেছেন ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে পর্যন্ত বিএনপি সরকারে থাকাকালে জনগনকে দেওয়া কোন প্রতিশ্রুত তারা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তাদের নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যস্ত ছিল। তাদের দুঃশাসন জনগন দেখেছে। তাদের শাসনামলে দেশে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল। তারপর ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের আয়োজনে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন আরও বলেন, আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ওই বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার আবারো ক্ষমতায় আসার জন্য বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে জিম্মি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেশের জনগন তা কখনই হতে দেবে না। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত দেশে পরিমান উন্নয়ন হয়েছে তা বিশ্বের বুকে রোল মডেল। তাই এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে আগামী নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনার আহবান জানান ফরহাদ হোসেন।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি শাহিনা খাতুনের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে বিশেষ অথিতি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্ত্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ সভাপতি মোনলিসা ইসলাম। উঠান বৈঠকে মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক রুতশোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মেহেরপুর সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতাসহ যুব মহিলা লীগের নেত্রীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মাওয়া-ভাঙ্গায় প্রথম ট্রেনের হুইসেল: উচ্ছ্বসিত পদ্মাপাড়ের মানুষ

প্রথম বারের মতো মাওয়া-ভাঙ্গায় বাজলো ট্রেনের প্রথম হুইসেল। ‘কু ঝিক ঝিক’ ট্রেনের শব্দে উচ্ছ্বসিত পদ্মাপাড়ের বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গে চলাচল করছে পরীক্ষামূলক ট্রেন। আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

মাওয়া-ভাঙ্গায় ট্রেন চলাচল দেখে আবেগ আপ্লুত পদ্মা নদীর দুই পাড়ের মানুষ। অনেকে আনন্দে কেঁদেছেন। কেউ আবার নিজের সন্তানকে দেখিয়েছেন ট্রেন চলাচল। এযেন স্বপ্নকে হাতের মুঠোও পাওয়া। ভাঙ্গার তুজারপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান পরিমল চন্দ্র দাস বলেন, আমাদের অনেক দিনের আশা, এই এলাকার মানুষ ট্রেনে চড়ে ঢাকায়

যাবেন। অল্প খরচে ও নিরাপদে ঢাকা পৌঁছে দিনের কাজ শেষ করে আবার এলাকায় ফিরে আসবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে। এই অঞ্চলের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।

ভাঙ্গা বাজারের ব্যবসায়ী জাবেদ সরদার নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জীবনে যা দেখতে পারি নাই, সেটা দেখে গেলাম। এই দৃশ্য জীবনে ভুলবো না। আজকে আমাদের আনন্দের দিন। ভাঙ্গা কলেজ পাড় এলাকার বাসিন্দা নাঈম ভুইয়া বলেন, পরীক্ষামূলক ট্রেনে চড়ে ভিষণ আনন্দিত। বললেন, শেখ হাসিনা যা করে দিয়েছেন তা কোনদিন শোধ করার নয়। আল্লাহ তাকে আরও বহু বছর বাঁচিয়ে রাখুন। আমাদের এলাকা বদলে গেছে।

ভাঙ্গার ঘারোয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সফি উদ্দীন মোল্লা বলেন, আমাদের একটা স্বপ্নের পদ্মা সেতু, সেই সেতুতে রেল সংযোগ দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি বলেন, এই রেল চালু হওয়ায় আমাদের এলাকার আমুল পরিবর্তন হবে। আমাদের এলাকার কৃষকরা লাভবান হবেন। তাদের উৎপাদিত সবজি সহজেই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যাবে। নগরবাসী কম দামে টাটকা সবজি খেতে পারবেন।

ঘারোয়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মো. মনসুর মুন্সি বলেন, আজকে অনেক ভালো লাগছে। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যাবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তার কারণেই আজ এ অঞ্চলের মানুষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক সুবিধা পেয়েছেন। সড়ক সেতুর পর এখন ট্রেনও চালু হওয়ার পথে। এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি। প্রার্থনা করি আল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে দীর্ঘ জীবন দান করুন।

স্থানীয়রা বলেন, পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন চালুর কারণে যে শুধু মানুষের যাতার্য়াতের সুবিধা হবে তা কিন্তু নয়। এর ফলে এই অঞ্চলের অর্থনীতির চিত্র পাল্টে যাবে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পঞ্চিমাঞ্চলের কৃষক এতদিন উৎপাদিত পণ্য নিজের এলাকাতেই বিক্রি করতেন। এখন সেগুলো পৌছে যাবে দেশের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। এতে করে অর্থনৈতিকভাবে মানুষ স্বাবলম্বি হবেন। এ কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তার কারণেই এই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু চালুর পর মানুষের ভাগ্যের চাকা পাল্টে গেছে। এখন ট্রেন চলাচল শুরু হলে কম খরচে পণ্য পরিবহন করা যাবে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৭ মিনিটে ঢাকার কমলাপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া পরীক্ষামূলক ট্রেনটি দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ভাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছে যায়। এ যাত্রায় ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটারের পদ্মা সেতু পাড়ি দিতে ট্রেনটির সময় লাগে মাত্র সাত মিনিট।

কমলাপুর ছাড়ার আগে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন সাংবাদিকদের বলেন, পদ্মা সেতুতে রেল যুক্ত হওয়ায় শুধু দক্ষিণাঞ্চল নয়, সারা দেশের মানুষ এর সুফল পাবে। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন বয়ে আনবে। আমরা যেভাবে রেলের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করছি, এর সুফল দেশের মানুষ পাবে।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণসহ পদ্মা সেতু রেল সংযোগের পুরো প্রকল্পের কাজ ২০২৪ সালে জুনের মধ্যে শেষ হবে। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এ কারণে আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পর পরিচালক মো. আফজাল হোসেন বলেন, পুরো প্রকল্পের কাজ ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে শেষ হবে। ইতিমধ্যে মাওয়া থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত অংশের কাজ শেষ হয়েছে।

প্রকল্প সূত্র জানা গেছে, পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা-যশোর পর্যন্ত তিনটি অংশে রেলপথটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা-যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিলোমিটার মেইন লাইন, ঢাকা-গেন্ডারিয়া পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার ডাবল লাইন, লুপ, সাইডিং ও ওয়াই-কানেকশসসহ মোট ২১৫ দশমিক ২২ কিলোমিটার ব্রড গেজ রেললাইন নির্মাণ করা হচ্ছে।

গত বছর ২৬ জুন পদ্মা সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের প্রায় তিন মাস পর গত বছর ২০ আগস্ট পদ্মার মূল সেতুর জাজিরা প্রান্তে রেললাইন বসানোর কাজের উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী। মূল এবং দুপাশের ভায়াডাক্ট মিলিয়ে পদ্মা রেলসেতুর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ৬৮ কিলোমিটার। রেলসেতুতে আটটি মুভমেন্ট জয়েন্ট রয়েছে। বিশেষ তাপমাত্রায় মুভমেন্ট জয়েন্টের ইস্পাতের স্লিপারগুলো চীন থেকে তৈরি করে আনা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পটি ২০১৬ সালের ডিপিপি অনুমোদনের সময় ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৪ হাজার ৯৮৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। মেয়াদ ধরা

হয়েছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু ২০১৯ সালের এপ্রিলে প্রকল্পের ব্যয় আরও ৪ হাজার ২৬৯ কোটি ২৭ লাখ টাকা বৃদ্ধি করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৩৯ হাজার ২৫৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা। এছাড়া ২০২৪ সালে জুনে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো প্রস্তাব অনুমোদন দেয় একনেক।
জিটুজি ভিত্তিতে প্রকল্পের অর্থায়নে করছে চায়না এক্সিম ব্যাংক। এর মধ্যে এক্সিম ব্যাংকের ঋণ সহায়তা হচ্ছে ২১ হাজার ৩৬ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। বাকি ১৮ হাজার ২২১ কোটি ৪৪ টাকা ব্যয় হবে সরকারি তহবিল থেকে। মূল প্রকল্পে ৩৪ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকার মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ছিলো ৯ হাজার ৯৫৩ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। প্রকল্পটিতে সরকারি অর্থায়ন ১৮ হাজার ২২১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া চীন সরকার জি-টু-জি পদ্ধতিতে ২১ হাজার ৩৬ কোটি ৬৯ লাখ টাকা অর্থায়ন করতে সম্মত হয়েছে। যা আগে ছিল ২৪ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের এপ্রিলে চীনের সঙ্গে চূড়ান্ত ঋণচুক্তি হয়। এর দুই বছর আগে কমার্শিয়াল চুক্তি হয়েছিল। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ করছে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিআরইসি।
থাকছে ২০টি স্টেশন

পদ্মারেল সংযোগ প্রকল্পে কমলাপুর থেকে যশোর পর্যন্ত ২০টি স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১৪টি স্টেশনই হবে নতুন। পুরোনো ছয়টি স্টেশনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে। কেরানীগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের নিমতলায় নতুন দুটি স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও মাওয়া স্টেশন নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মাওয়া স্টেশনের পরে পদ্মা সেতু পার হয়ে শরীয়তপুরের জাজিরায় নির্মিত হচ্ছে ‘পদ্মা স্টেশন’। পদ্মা স্টেশনের পরে শরীয়তপুরে ‘শিবচর স্টেশন’।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় উন্নত দেশের আদলে নির্মাণ করা হচ্ছে জংশন। ভাঙ্গা থেকে একটি লুপ লাইন ফরিদপুর সদর ও অন্য একটি লুপ লাইন নাগরকান্দা পর্যন্ত যাবে। প্রকল্পের আওতায় নাগরকান্দায় স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। এরপরে গোপালগঞ্জের মকসুদপুর ও মহেশপুরে নির্মিত হবে দু’টি রেলস্টেশন। এছাড়া নড়াইলের লোহাগড়া, নড়াইল সদরে একটি করে স্টেশন নির্মাণ করা হবে। যশোরের জামদিয়া ও পদ্মবিলে দুটি নতুন স্টেশন নির্মাণ করা হবে বলে প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে।

প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ছয়টি রেলস্টেশন ঢেলে সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। এছাড়া গেন্ডারিয়া ও

ফরিদপুরের ভাঙ্গা স্টেশন নান্দনিক করে গড়ে তোলা হচ্ছে। সংস্কার করা হচ্ছে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি, যশোরের সিংগাই ও রূপদিয়া স্টেশন।

মুজিবনগরে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ যুবক আটক

৪ গ্রাম হেরোইনসহ জুয়েল রানা (২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। জুয়েল রানা মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের পশ্চিমপাড়ার হাছান আলীর ছেলে।

বুধবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খালিদুর রহমান সংগীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জুয়েল রানাকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ৪ গ্রাম হেরোইন জব্দ হয়।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দেওয়া হয়েছে। আটক জুয়েল রানাকে আজ বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ১৫১ ধারায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের

অভিযানে আদারস মামলার ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলার ২ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবার দিবাগত রাতে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে আলোচনা সভা

“নিজ আঙ্গিনা পরিস্কার রাখি, ডেঙ্গু মুক্ত বাংলাদেশ গড়ি, জমা পানি সর্বনাশা,এডিস মশা বাধে বাসা, তিনদিনে একদিন, জমা পানি দিন” এ প্রতিপাদ্যে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা মুলক র্যালী ও আলোচনা সভা করেছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী,গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা সুপ্রভা রানী।

আলোচনা সভায় গাংনী উপজেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শুরুতে একটি র্যালী গাংনী উপজেলা পরিষদ থেকে বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মেহেরপুরে প্রায় ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব—১২ মেহেরপুর ক্যাম্প অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি ৯শ গ্রাম গাঁজাসহ সেলিম সর্দার (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আটক মাদক ব্যবসায়ী সেলিম সর্দার কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার পিপলবাড়িয়া গ্রামের লুৎফর সর্দারের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গাঁজাসহ আটক করেন। এসময় তার ব্যবহৃত বিদ্যুৎ চালিত ইজিবাইক ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

র্যাব—১২ সিপিসি—৩ এর মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিবতে কাজিপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ সেলিম সর্দারকে আটক করা হয়েছে। এঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে সোপর্দ করা হয়েছে।